

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

48965 - ক্বদররে রাত জাগরণ করা ও উদযাপন করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ক্বদররে রাত জাগরণে ধরণ কমে হব? নামাযের মাধ্যমে নাকি কুরআন তলোওয়াত, সরিাতে নববী, ওয়াজ-মাহফলি এবং এ উপলক্ষ্যে মসজিদে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষে দশকে নামায, কুরআন তলোওয়াত ও দোয়াতে মশগুল থেকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন অন্য সময় যা করতেন না। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে: “যখন (রমযানের) শেষে দশক শুরু হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতেন, নজি পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং (এর জন্য) তিনি কমেবর বঁধে দিতেন।” মুসনাদে আহমাদ ও সহহি মুসলিমি আরও এসেছে যে, “তিনি শেষে দশকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন যা অন্য কোন সময় করতেন না।”

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বদররে রাতের ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে কয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে ক্বদররে রাতের কয়ামুল লাইল পালন করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” [একদল হাদিস গ্রন্থকার হাদিসটি বর্ণনা করছেন; ইবনে মাজাহ ছাড়া। এ হাদিসটি নামাযের মাধ্যমে ক্বদররে রাত জাগরণ করার বিষয়টি প্রমাণ করছে।]

তনি:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ক্বদররে রাততে য়ে দোয়াটি পড়া উত্তম সটে হিচ্ছে ঐ দোয়া যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ)কে শক্িয়া দয়িছেলিনে। ইমাম তরিমযি আয়শো (রাঃ) থকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলনে: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমিত, যদি আমি জানতে পারি য়ে, কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর তখন আমি কি বলব? তিনি বলনে: তুমি বলবে: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহবিবুল আফওয়া, ফা'ফু আন্না (অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্షমাশীল। ক্షমা করাটা আপনি পছন্দ করেনে। সুতরাং আমাকে ক্షমা করে দিনি।"[তরিমযি হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি বলছেন]

চার:

রমযান মাসরে কোন একটি রাতকে ক্বদররে রাত হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হলে- অপর সব রাতকে বাদ দিয়ে- নির্দিষ্টকারক দললি প্রয়োজন। কিন্তু শেষে দশদিনেরে বজেডে রাতগুলো অন্য রাতগুলোর চয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। এবং বজেডে রাতগুলোর মধ্যে সাতাশতম রাত লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার বেশি সম্ভাবনাময়। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে।

পাঁচ:

বাদিত করা কখনই জায়যে নয়; না রমযানে, আর না রমযানের বাহরিরে অন্য কোন সময়। কোননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে তিনি বলনে: “যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতে নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত।” অপর এক বর্ণনায় এসছে, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতে নহে; তা প্রত্যাখ্যাত।”।

রমযানেরে কিছু কিছু রাততে য়ে অনুষ্ঠানাদি করা হয়ে থাকে এসব কাজরে কোন (দাললিকি) ভিত্তি আমাদরে জানা নহে।

সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ। আর সবচয়ে নকিষ্ট বিষয় হচ্ছে (দ্বীনেরে মধ্যে) নতুন প্রবর্ততি বিষয়সমূহ।

আল্লাহই তাওফিক্বদাতা।